দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 06 JAN 2008 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

স্কুল কলেজে কম্পিউটার শিক্ষার দুর্দশা

কদিন আগে হঠাৎ করেই জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় আমাকে তাঁর সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমি তাঁর আমন্ত্রণ পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। কারণ আমাকে এমন একটি দাওয়াত দেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমার জানা ছিল না। সে জন্যই আরও অবাক হয়েছিলাম যখন তিনি জানতে চাইলেন যে, স্কুল কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টির অবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত কি। তিনি নিজে যে সব সমস্যার কথা অনুভব করছেন তাও তিনি জানালেন। আমি তাঁকে যা জানালাম তা তিনি একটি চিঠিতে লিখে দেয়ার জন্য বললেন। আমি পরের দু'দিনেই সেই কাজটি করি। আমার চিঠির প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি এখনও অপেক্ষা করছেন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাবার জন্য। হতে পারে, তিনি শীঘ্রই এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা পাবেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁর চিঠিটি একটি কোল্ড স্টোরেজে ঠাঁই পাবে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হয়ত এত বেশি ব্যস্ত থাকবেন যে, চেয়ারম্যান মহোদয়ের চিঠির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ই পাবেন না। আবার ঠিক উল্টোটাও হতে পারে। মন্ত্রণালয় ভাবতে পারে একুশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে তাদের জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঘটনা যাই হোক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের উদ্যোগকে আমি পরমভাবে স্বাগত জানাই এবং তাঁকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। এমনকি তিনি যদি কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার বর্তমান অবস্থাটিতে কোন পরিবর্তন নাও করতে পারেন, তবুও তিনি যে এই বিষয়ের সঙ্কটটি নিয়ে ভেবেছেন সেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। যখন কেউ কোন কিছু নিয়ে ভাবে না, যখন কেউ কোন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করে না, যখন কেউ কিছু নিয়ে চিন্তা করে না তখন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় যে এমনটি ভেবেছেন তার জন্যই তাঁর কাছে তথ্যপ্রযুক্তির মানুষ হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞ।

আপনারা যারা বাংলাদেশে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার বিষয়টি পাঠ্য হবার পুরো বিষয়টি জানেন না, তাঁদের জন্য ছোট করে এর পূর্বাপর ঘটনার কিছুটা বিবরণ প্রদান করা জরুরী বলে মনে করছি।

১৯৬৪ সালে কম্পিউটার আসার পর ১৯৯২ সালে ভাবা হয় যে, এই বিষয়টি আমাদের স্কুল কলেজে পাঠ্য হওয়া উচিত। অবশ্য আরও সত্য হচ্ছে স্কুলে পড়ানোর জন্য এর আগেও একটি বই পাঠ্য ছিল। কিন্তু সেটি কেউ পাঠ করেছে বলে আমার জানা ছিলনা।

যদিও উচ্চ শিক্ষাস্তরে এর পাঠ শুরু হয় এর আগেই তথাপি স্কুল-কলেজে একে পরিচিত করার বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের কোন আগ্রহ ছিল না। তখনও পর্যন্ত আমাদের বিশেষজ্ঞরা ভাবতেন যে, এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য নয়। বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ কম্পিউটার ব্যবহার করবে এটিও তাঁরা ভাবতেন না। তখন আমরা কম্পিউটার ব্যবসায়ীরা আমাদের ট্রেডবডি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে কেবল নিবন্ধিত করেছি। কিন্তু সরকার বা অন্য লোকেরা আমাদের চেনে না। কোথাও আমরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি না। সাজ্জাদ ভাই সমিতির সভাপতি। মইন সাধারণ সম্পাদক। আমি সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্য। লেখালেখি করি প্রচুর—প্রধানত কম্পিউটার বিষয়ক। তবে সেইসবও জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয় না। এরই মাঝে আমার লেখা কম্পিউটার শেখার বাংলা বই বেরিয়েছে। সাধারণ মানুষকে কম্পিউটার শেখাই-প্রধানত ডেস্কটপ পাবলিশিং করার জন্য। আমাকে কেউ কম্পিউটার ব্যবসায়ীও মনে করেন না। তাঁদের ধারণা, আমি যা বেচি তা কম্পিউটার নয়, ছাপাখানার যন্ত্রপাতি। মিডিয়ার সঙ্গে আমার গাঢ় সম্পর্ক—কারণ আমি মিডিয়ায় কম্পিউটার বিক্রি করি। যখনই সুযোগ পাচ্ছি স্কুল-কলেজে কম্পিউটারকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি করছি আমি। আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা [illegible] একজন বিশেষজ্ঞ মনে করতেন যে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই কমিটির কোন সম্পর্ক নেই। ফলে আমরা সবসময়েই চাপে থাকতাম। কিন্তু অবশেষে আমরা একটি পাঠক্রম প্রস্তুত করতে সক্ষম হই এবং কম্পিউটার বিষয়টি একটি অপশনাল বিষয় হিসেবে পাঠ্য হবার জন্য অনুমোদিত হয়। কিন্তু তাতে ডসভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমসহ এপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ড. লুৎফর রহমান বিশেষভাবে ডসের পক্ষে ইগোতে আটকে থাকেন। আমরা বাধ্য হয়ে সেই সিলেবাস মানি। কারণ সেটি ছিল মন্দের ভাল। এরপর এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক লেখার সময় আসে। অনেক অনুসন্ধান করে পাঠ্যপুস্তক লেখার লোক পাওয়া গেল না। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডক্টরেট ভদ্রলোক বই লেখেন। আমার কাছে মনে হলো, কাজটি করতে আমার এগিয়ে আসা উচিত। আরও কয়েকজন পাঠ্যপুস্তক লেখার দায়িত্ব নিলেন। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক জমা দেয়া হলো এবং মূল্যায়নের পর আমার বইটিই অনুমোদন পেল। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রথমে নবম শ্রেণীতে কম্পিউটার বিষয়টি অপশনাল বিষয় হিসেবে পাঠ্য হয়। ততদিনে আমি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করে ফেলেছি। সেটিও মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয় এবং বইটি অনুমোদিত হয়। সেই বইটি দিয়ে ১৯৯৮ সালে কলেজে এই বিষয়টি পাঠ্য করা হয়। বলা যেতে পারে, এই হচ্ছে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার বিষয়টি পাঠ্য হবার ইতিহাস। সেই থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে স্কুল কলেজে কম্পিউটার শেখানো। তবে একটি বিষয় এখানে স্মরণ করা উচিত যে, এই বিষয়টি পাঠ করার সময় আমাদের বিশেষজ্ঞদের চাপে পাঠ্যক্রম এমন করা হয় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু অংশ যেমন জটিল হয় তেমনি এই বিষয়ের যোগ্য শিক্ষক না থাকায় বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় হতে পারেনি। জীবনে প্রথম কম্পিউটারের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তাদের কাছে এমনসব বিষয় উপস্থাপন করা হয় যার সঙ্গে অতীতে তাদের কোন পরিচয়ই ছিল না। দুই সংখ্যার অঙ্ক এবং বেসিক ও কিউবেসিক প্রোগ্রামিং অংশগুলো এমনই কঠিন ছিল যে, পুরো দেশে এই বিষয়গুলো পড়ানোর মতো শিক্ষক মোটে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞরা সে সব বিষয় মানতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের ভাবটা এমন ছিল যে, স্কুলেই তাঁরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বানাবেন। যদিও স্কুল-কলেজে কম্পিউটার বিষয় পাঠ্য থাকলে বুয়েটে বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য কোন বাড়তি সুযোগ পাওয়া যেত না তবুও ড. লুৎফর রহমানেরা জটিল বিষয়গুলো সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন স্কুলে বেসিক এবং কলেজে কিউবেসিক পাঠ্য করা হয়। এরপর স্কুলের সিলেবাসটি আপডেট করা হয় এবং সেই অনুপাতে পাঠ্যপুস্তকটিও আপডেট করা হয়। ২০০০ সালে নতুন বইটি বা প্রথম বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। আমার হাতেই আপডেট হয় বইটি। প্রথম সংস্করণটি সম্পাদনা করেন ড. কায়কোবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণটিও তিনি সম্পাদনা করেন। তবে আমাকে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা করেন মুনির হাসান। স্মরণ করা উচিত, বইটির প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশ করা হয় তখন আমার বন্ধু মুহম্মদ জালাল ব্যাপকভাবে আমাকে সহায়তা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে, বইটিতে ভিজুয়াল বেসিক যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্কুলের বইটির প্রথম সংস্করণের যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল সেটি আপডেট করা হয়নি। ফলে যারা এই বিষয়টি ইংরেজীতে পড়ে তারা ১৯৯২ সালের সিলেবাস ও ৯৬ সালের বই পড়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি এতোদিনেও নজরে আনেননি। এটি এমন এক জটিলতা যা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্ভবত অনুধাবনও করতে পারে না যে কী চরম ব্যর্থতার প্রকাশ ঘটেছে এর মাঝে। কিন্তু এর চাইতেও ভয়ঙ্কর একটি কাজ হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কম্পিউটার শিক্ষায়। যেখানে মাধ্যমিক স্তরে ভিজুয়াল বেসিক পড়ানো হয় সেখানে উচ্চ [illegible]

12.	Name & Address of the office for opening tenders	:	Director General, Fire Service & Civil Defence Head Quarters, Conference Room, Dhaka.		
13	Tender Inquiry No.	Description of Fire Fighting Appliances	Quantity	Cost of tender documents(Tk.) (Non-refund able)	Tender Security (Tk. or Foreign Currency)
	FS&CD/Foreign /Dev/ 001(P-25) 07-08	Fire Float	1 No.	750/-	TK. 9,00,000/-
	FS&CD/ Foreign/Dev/002 (P-47, P-77 & P-78)07-08	Fire fighting Water Tender (1800 Liters)	10 Nos. (P-47=5 Nos., P-77= 1 No & P-78= 4 Nos)	750/-	TK. 22,50,000/-
	FS&CD/Foreign /Dev/003 (P-25, P-77 & P-T/C)07-08	Portable Pump (Medium)	4 Nos. (P-25=2 Nos., P-77= 1 No & P-T/C= 1 No)	750/-	TK. 1,71,000/-
	FS&CD/Foreign /Dev/004 (P-25 & P-	Fire fighting Foam Trailer	14 Nos. (P-25=13 Nos.	750/-	TK. 1,96,500/-